সমকাল

তারিখ 16 SEP 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

অ্যাডহক ভিত্তিতে দেড় হাজার শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে

■ সাব্বির নেওয়াজ

চিকিৎসক নিয়োগের পর এবার অ্যাডহক ভিত্তিতে দেড় হাজার শিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা করছে মহাজোট সরকার। নিয়োগপ্রাপ্তদের সরকারি হাই স্কুলের 'সহকারী শিক্ষক' হিসেবে পদায়ন করা হবে। সরকারি হাই স্কুলের শিক্ষকশূন্যতা পূরণের জন্যই এ নিয়োগ দেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে এক সভায় নিয়োগ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ভবিষ্যৎ নিয়োগ জটিলতা এড়াতে এ নিয়োগকে অ্যাডহক না বলে 'জরুরি নিয়োগ' হিসেবে সভার কার্যপত্রে অভিহিত করা হচ্ছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক' পদটি দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদার। নিয়োগবিধি অনুসারে, সরকারি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সব পদে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে জনবল নিয়োগের বিধান রয়েছে। সে হিসেবে এই শিক্ষক নিয়োগও পিএসসির মাধ্যমেই হওয়ার কথা। পিএসসির নিয়োগ প্রক্রিয়া শ্লথ হওয়ায় দ্রুততার সঙ্গে শূন্য পদ পূরণ করার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে (অ্যাডহক) নিয়োগের পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব।

এর আগে ২০১০ সালে সরকার অ্যাডহক ভিত্তিতে সাড়ে চার হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছে। ওই চিকিৎসকরা এখনও চাকরিতে স্থায়ী ও নিয়মিত হতে পারেননি। তাদের নিয়মিত হতে গেলে পিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে হতে হবে। চাকরি পাওয়ার তিন বছর পর এখন তাদের অনেকেই আর পরীক্ষায় বসতে রাজি নন। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর সজল কান্তি মণ্ডল সমকালকে বলেন, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষা ■ পৃষ্ঠা ১২ : কলাম ৫

অ্যাডহক ভিত্তিতে দেড় হাজার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসনকে পত্র দিয়েছে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ইতিবাচক মত পাওয়া গেলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন চাওয়া হবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বলেন, 'শিক্ষকস্বল্পতার জন্য সরকারি হাই স্কুলগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। এরই মধ্যে বেশকিছু শিক্ষক অবসরে চলে যাওয়ায় ২০১৪ সালে এ সংকট আরও ভীব্রতর হবে। কাজেই জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন।

সিনিয়র শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হচ্ছে : সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সিনিয়র সহকারী শিক্ষক' পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মাউশি পরিচালক প্রফেসর সজল কান্তি মণ্ডল সমকালকে বলেন, বর্তমান চাকরিবিধি অনুসারে দীর্ঘ দিন চাকরি করেও বহু শিক্ষক সহকারী প্রধান শিক্ষক হতে পারেন না। এ কারণে মোট সহকারী শিক্ষকের ৫০ ভাগকে পদোন্নতি দিয়ে 'সিনিয়র সহকারী শিক্ষক' পদ সৃষ্টির জন্য গত সপ্তাহে মাউশি প্রস্তাব জমা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি ২৩ সেপ্টেম্বর : ৩১৭টি স্কুলের মধ্যে ২১৪টিতেই এখন কোনো প্রধান শিক্ষক নেই। প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত করতে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির (ডিপিসি) সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। একই সঙ্গে জেলা শিক্ষা অফিসারদের শূন্য পদও পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।